بســـم الله الـــرحمن الـــرحيم

আনসারুল্লাহ বাংলা গ্রুপ পরিবেশিত

বাংলায় অনূদিত ফতওয়া

জিহাদ যখন ব্যক্তিগতভাবে ফরজ হয়ে পড়ে তখন কি পিতামাতার অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে?

প্রশ্ন নং ৪৮৬৯

তারিখঃ ১৫-০৭-২০১১

বিষয়ঃ জিহাদ এবং ইহার নিয়ম কানুন

প্রশ্নঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আমি এইভাবে শুরু করতে চাই যে আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্* র জন্য ভালোবাসি।

আমার ভাইয়েরা আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি তাগুত গাদ্দাফি এবং তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লিবিয়ার মুজাহিদদের দিকে বের হতে চাই কিন্তু আমার আম্মা বলেছেন আমাদের শহরের বাইরে আমার যুদ্ধে যাওয়া গ্রহনযোগ্য নয়। সে বলেছে যদি তাঁরা আমাদের শহরে আসে তারপর আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবো।

মাকে মান্য করা কি ফরজ অথবা তাঁকে অমান্য করা কি গ্রহনযোগ্য হবে, আল্লাহ্* আমাদেরকে এবং তাঁকে মাফ করুন এবং আমি কি আমার ভাইদের দিকে বের হতে পারি? আমি বিস্তারিত উত্তরের প্রত্যাশায় আছি। আল্লাহ্* আপনাদেরকে সফলতা দান করুন।

প্রশ্নকারীর নামঃ উআইস আল লিবি

উত্তরঃ পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্* র এবং শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক তাঁর রসূল এবং তাঁর সকল পরিবারবৃন্দ এবং সকল সাথীদের উপর। শুরুঃ

আলেমরা বলেন যে শত্রু বাহিনী পৌছার পর জিহাদ প্রত্যেকের উপর ব্যক্তিগতভাবে ফরজ হয়ে যায়।

ইবনে কুদামাহ বলেনঃ

শত্রুবাহিনী পৌছানোর পর তখন প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর জিহাদ প্রয়োজনে ফরজ হয়ে পড়ে। তখন পিছনে পড়ে থাকা কেউর জন্য গ্রহনযোগ্য হবে না তদের ব্যতীত যাদের জনগণের ভূমি, পরিবারগুলো এবং সম্পদ রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন রয়েছে, যারা আমিরের মাধ্যমে বের হওয়ার জন্য নিষিদ্ধ অথবা শারীরিকভাবে যাদের বের হওয়ার অথবা যুদ্ধ করার কোনো সামর্থ্য নেই।

এমনকি এই অবস্থায় যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে *মহিলাদের উপরও ব্যক্তিগতভাবে তা ফরজ হয়ে পড়ে।* খলিল বিন ইশাক আল মালিকী তাঁর মুখতাছারে বলেনঃ

যদি শত্রুবাহিনী পৌঁছে যায় তাহলে মহিলাদের উপরও ব্যক্তিগতভাবে জিহাদ ফরজ হয়ে যায়।

তিনি তাঁর মখতাছারে এইদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে যখন ব্যক্তিগতভাবে ফরজ হয়ে পড়ে তখন এই ধরনের জিহাদে পিতা মাতার অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

তিনি বলেন যুদ্ধ থেকে পরিত্রানের এই ধরনের বিষয়গুলো তখনই আসবে যেমনঃ পিতামাতার অনুমতি নেওয়ার বিষয় যখন জিহাদ ফরযে কিফায়া।

এই বিবৃতির মাধ্যমে এইটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে ব্যক্তিগত জিহাদের ব্যাপারে এইটি একই ধরনের হতে পারে না। আল কুরতুবি(৮/ ১৫১) বলেনঃ

জিহাদ ব্যক্তিগতভাবে ফরজ হয়ে পড়ে যখন শত্রুবাহিনী কোন একটি ভূমি দখল করবে অথবা মুসলমানদের মূল ভূমিগুলোতে পৌছে যায় তখন ঐ ভূমির প্রত্যেক জনগণের উপর যুদ্ধের জন্য বের হওয়া ফরয হয়ে যাবে যদিও তাঁরা দূর্বল হয় অথবা শক্তিশালী হয়, যুবক হয় অথবা বৃদ্ধ হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি যত বেশি পরিমান সম্ভব তাঁরা করতে পারে, যেখানে তাদের পিতামাতা থাকুক অথবা না থাকুক, তাদের থেকে অনুমতি পাওয়া যাক অথবা না যাক। যাদের শারীরিক সামর্থ্য আছে তাদের কেউই বের হওয়া থেকে পিছনে পড়ে থাকতে পারবে না যেখানে তাঁরা মূলত জিহাদে অংশগ্রহন করতে পারবে অথবা কমপক্ষে মুজাহিদদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবে।

এই কারণে আমরা আমাদের প্রিয় ভাইকে বলতে চাই যে যদি সে একইসাথে উভয় লক্ষ্যকে পূর্ন করতে পারে , তাঁর মাকে সন্তুষ্ট করা এবং মুজাহিদদের জন্য প্রয়োজন এই ধরনের কিছু গুরুত্বপূর্ন কাজ সম্পূর্ন করতে পারে তাহলে তাকে তার মাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু যদি মুজাহিদদের মাঝে তাঁর উপস্থিতি প্রয়োজন হয় এবং তখন যেখানে সে আছে সেখানে অবস্থান করে থাকার মধ্যে কোনও লাভ নেই, তখন তাঁর জন্য শুধু অনুমোদনযোগ্য বাছাই হচ্ছে বের হয়ে পড়া এবং তাদের সাথে যোগ দেওয়া। আল্লাহ্* র প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে সৃষ্টির প্রতি আনুগত্য দেখানো যাবে না। সবসময় এই আয়াতটি অনুসরণ করবেনঃ

وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما

"পিতা- মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না"

আপনি আপনার মাকে অবশ্যই এই বিষয়টি বুঝাবেন এবং স্মরন করিয়ে দিবেন যে, জিহাদে যেতে দেওয়া নিষেধ করা তাঁর জন্য এইটি গ্রহনযোগ্য হবে না এবং এই বিষয়ে তাঁকে মেনে চলা আল্লাহ্* নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্* তাআলাই ভালো জানেন এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি সকল কিছুর মালিক।

শাইখ আবু মুনধির আল শিনকিতি,
সদস্য, শরীআহ কমিটি
মিনবার আল তাওহীদ ওয়াল- জিহাদ